দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 SEP 2005
পৃষ্ঠা - ১ কলাম ৬

আলিম ফাজিল ও কামিলের পাসের হার বেড়েই চলেছে

মোঃ আব্দুর রহিম ঃ বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৩ সাল থেকে পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে কঠোর অভিযানের পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েই চলেছে।

২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

আলিম ফাযিল ও কামিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে এ বছর সর্বাধিক পাসের হার কামিল বিভাগের। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ফাজিল বিভাগ এবং তৃতীয় অবস্থানে আলিম বিভাগ।

আলিম পরীক্ষায় ২০০৩ সালে পাসের হার ছিল ৩৯ দশমিক ৮৯, ২০০৪ সালে ছিল ৪১ দশমিক ৪০ এবং ২০০৫ সালের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৭৪। ফাজিল পরীক্ষায় ২০০৩ সালের পাসের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৭০, ২০০৪ সালে ছিল ৫২ দশমিক ৮১ এবং ২০০৫ সালের পরীক্ষায় পাসের হার ৬৭ দশমিক ২৪। কামিল পরীক্ষায় ২০০৩ সালের পাসের হার ৮৫ দশমিক ১০, ২০০৪ সালে ৮৫ দশমিক ১৬ এবং ২০০৫ সালের পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৪।

আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২৩ জন তন্মধ্যে ছাত্র ১৯ জন, ছাত্রী ৪ জন। জিপিএ-৪ পেয়েছে ১ হাজার ১৪৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১ হাজার ২৩ জন এবং ছাত্রী ১২২ জন। গতকাল

প্রকাশিত আলিম, ফাজিল ও কামিলের ফলাফলে গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ৭৪। ছাত্রদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮৯, ছাত্রীদের পাসের হার ৬১ দশমিক ৫৩। কামিলের সকল বিভাগের গড় পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৪। ছাত্রদের পাসের হার ৯১ দশমিক ৬৫ মেয়েদের পাসের হার ৮২ দশমিক ০৮। কামিলের সকল বিভাগের গড় পাসের হার ৬৭ দশমিক ২৪। তন্মধ্যে ছেলেদের ৬৭ দশমিক ৯২ এবং মেয়েদের ৬৩ দশমিক ৯১। আলিমের সকল বিভাগের গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ৭৪। তন্মধ্যে ছেলেদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮৯ এবং মেয়েদের ৬১ দশমিক ৫৩। কামিলের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭ হাজার ৭১৭। পাস করেছে ৭ হাজার ১০ জন। ফাজিলের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৫শ' ৬১। পাস করেছে ১৩ হাজার ১৫২। আলিমের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭ হাজার ১৯৭। পাস করেছে ৩০ হাজার ৫৫৫ জন।

মাদ্রাসা বোর্ডে কামিলে মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জন

মাদ্রাসা বোর্ডের কামিলে মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জনের তালিকায় প্রথম হয়েছেন মোহাম্মদ ইয়াকুব ভূঁইয়া (রোল-৯০৫), পিতা-ইউনুস ভূঁইয়া। তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জসিম উদ্দিন (রোল-৯০২), পিতা- এ সাত্তার, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা। তৃতীয় মোহাম্মদ সিরাজুম মুনির (রোল -৮৯৩), পিতা-মোহাম্মদ আবদুর রহিম, ছারছীনা দারুছ সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা। চতুর্থ মোঃ আবদুর রব (রোল-৮৯০), পিতা-মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, মাওরা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা। পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে মোঃ জহিরুল ইসলাম (রোল -৮৮৯), পিতা-মোহাম্মদ হাসমত উল্লাহ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা টঙ্গী শাখা। ষষ্ঠ স্থান মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান (রোল-৮৮৪), পিতা-মোঃ সাইদুর রহমান, খুলনা কামিল মাদ্রাসা। সপ্তম স্থান মোহাম্মদ আবুল বাশার (রোল-৮৮৩), পিতা-মোহাম্মদ জিন্নাত আলী শিকদার, মাদ্রাসাই আলিয়া, ঢাকা। অষ্টম মোহাম্মদ নুরুদ্দিন কাওসার (রোল-৮৮২), পিতা-আবুল বারাকাত মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা। নবম মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সাইখ (রোল-৮৭৮), পিতা-মোহাম্মদ আনসার উদ্দিন শিকদার, খুলনা কামিল মাদ্রাসা এবং দশম মোঃ মোস্তফা কামাল (রোল-৮৭৭), পিতা-আবুল কালাম, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা।

ফাযিল মেধাতালিকায় ১০ জন

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফাযিল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় প্রথম ১০ জনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ রোল নং-৪১৫২০৪, মোহাম্মদ এসের, আমচর সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১১৭৬৫, মোঃ মিজানুর রহমান, ছারছীনা দারুছ সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪০০৬৩১, মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১৬৩৬৩, মোঃ মাজহারুল ইসলাম, নীশ্বেরপেট্টিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১১৮১০, মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, ছারছীনা দারুছ সুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১৫২০৭, মাহবুবুর রহমান, আমচর সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১১৩৪৫, মোঃ আমিনুল হক, আহসানাবাদ রাশিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১১০২৩, মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, দুধল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা, রোল নং-৪১৫২৫৮, মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, হায়দারগঞ্জ তাহেরিয়া ওএইচ ফাজিল মাদ্রাসা এবং রোল নং-৪০০৭০৯, জহিরুল ইসলাম, দারুন নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা।